ডাকাতের গল্প

সম্পাদনা

শৈলশেখর মিত্র

সূচিপত্র

গল্প	লেখক	পৃষ্ঠা
ডাকাতের গল্প	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭
আঙ্গুল-কাটা মহাবীর	দীনেন্দ্রকুমার রায়	৯
নয়ন সর্দার	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬
পণ্ডিত ডাকাত	যামিনীকান্ত সোম	২২
ডাকাত বাবা	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৪
মধুরেণ সমাপয়েৎ	হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৯
হর হর ব্যোম ব্যোম	নরেন্দ্র দেব	৩৬
বামা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯
ডাকাতের ডুলি	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৪৪
আখড়াইয়ের দীঘি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯
বিনুর জলপানি	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮
নমামি	জীতেশচন্দ্র লাহিড়ি	৬৪
মোনা ডাকাত	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৭৩
অলৌকিক আস্তানায়	সুনির্মল বসু	৭৯
ডাকাতের সর্দার (উপন্যাস)	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৮৩
ডাকাত বাবা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১১৫
হার্মাদ	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১১৯
অবাঙ্ছনীয় উপসংহার	শিবরাম চক্রবর্তী	১২৬
ডাকাতের মা	সতীনাথ ভাদুড়ি	১৩১
ডাকাত	সুমথনাথ ঘোষ	১৩৭
কোম্পানির আমলে	ধীরেন্দ্রলাল ধর	১৪০
টুপিবাবু	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	১৪৩
মাণিক ঘোষের (গোয়ালার) আত্মকথা	পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য	১৪৯
চলমান নাটক	মিহির সেন	১৬৪
চিতে ডাকাত	মহাশ্বেতা দেবী	১৭০
ডাকাতের মন্দির	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৭
ডাকাতের পাল্লায়	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৮২
কথার দাম	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৮৮
কালী ডাকাতের গল্প	নির্মলেন্দু গৌতম	১৯২
ডাকাত ধরার সহজ উপায়	তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৭

ডাকাতের গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভরবাবু পালকি চড়ে চলেছেন সপ্তগ্রাম। ফাল্গুন মাস। কিন্তু এখনো খুব ঠাণ্ডা। কিছু আগে প্রায় সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর গায়ে এক মোটা কম্বল। পালকির সঙ্গে চলেছে তাঁর শম্ভু চাকর, হাতে এক লম্বা লাঠি। পালকির ছাদে ওষুধের বাক্স, দড়ি দিয়ে বাঁধা। শম্ভুর গায়ে অদ্ভুত জোর। একবার কুম্ভীরার জঙ্গলে তাকে ভল্লুকে ধরেছিল। সঙ্গে বন্দুক ছিল না। শুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল। শম্ভুর হাতের লাঠি খেয়ে ভল্লুকের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। তার আর উত্থানশক্তি রইল না। আর-একবার শম্ভু বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে। তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউ গাছের জঙ্গল। উনান ধরানো চাই। দা দিয়ে শম্ভু ঝাউডাল কেটে আঁটি বাঁধল। অসহ্য রৌদ্র। বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। নদীতে শম্ভু জল খেতে গেল। এমন সময় দেখলে, একটা বাছুরকে ধরেছে কুমিরে। শম্ভু এক লম্ফে জলে পড়ে কুমীরের পিঠে চড়ে বসল। দা দিয়ে তার

গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমির যন্ত্রণায় বাছুরকে দিল ছেড়ে। শম্ভু সাঁতার দিয়ে ডাঙায় উঠে এল।

বিশ্বম্ভরবাবু ডাক্তার। রোগী দেখতে চলেছেন বহু দূরে। সেখান ইস্‌টিমার-ঘাটের ইস্‌টেশন-মাস্টার মধু বিশ্বাস। তাঁর ছোটো ছেলের অম্লশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ধারের মাঠ প্রকাণ্ড। সেখানে যখন পালকি এল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাখাল গোরু নিয়ে চলেছে গোষ্ঠে ফিরে। বিশ্বম্ভরবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে বাপু, সপ্তগ্রাম কত দূরে বলতে পার?"

রাখাল বললে, "আজ্ঞে, সে তো সাত ক্রোশ হবে। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীষ্মহাটের মাঠ, তার কাছে শ্মশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।"

ডাক্তার বললেন, "বাবা, রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।"

তিন্নির খালের ধারে যখন পালকি এল রাত্রি তখন দশটা। বাঁধন আলগা হয়ে পালকির ছাদ থেকে ডাক্তারের বাক্সটা গেল পড়ে। ক্যাস্টর অয়েলের শিশি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। বাক্সটা তো ফের শক্ত করে বাঁধলে। কিন্তু আবার বিপদ। খাল পেরিয়ে আন্দাজ দু ক্রোশ পথ গেছে, এমন সময় মড় মড় করে ডাণ্ডা গেল ভেঙে, পালকিটা পড়ল মাটিতে। পালকি হালকা কাঠে তৈরি; বিশ্বম্ভরবাবুর দেহটি স্থূল।

আর উপায় নেই, এইখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। ডাক্তারবাবু ঘাসের উপর কম্বল পাতলেন, লণ্ঠনটি রাখলেন কাছে। শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

এমন সময় বেহারাদের সর্দার বুদ্ধু এসে বললে, "ঐ-যে কারা আসছে, ওরা ডাকাত সন্দেহ নেই।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "ভয় কী, তোরা তো সবাই আছিস।" বুদ্ধু বললে, "বঙ্কু পালিয়েছে, পল্লুকেও দেখছি নে। বক্সি লুকিয়েছে ঐ ঝোপের মধ্যে। ভয়ে বিষ্ণুর হাত-পা আড়ষ্ট।"

শুনে ডাক্তার তো ভয়ে কম্পিত। ডাকলেন, "শম্ভু।"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে।"

ডাক্তার বললেন, "এখন উপায় কী?"

শম্ভু বললে, "ভয় নেই, আমি আছি।"

ডাক্তার বললেন, "ওরা যে পাঁচজন।"

শম্ভু বললে, "আমি যে শম্ভু।" এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে এক লম্ফ দিলে, গর্জন করে বললে, "খবরদার।"

ডাকাতেরা অট্টহাস্য করে এগিয়ে আসতে লাগল। তখন শম্ভু পালকির সেই ভাঙা ডাণ্ডাখানা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুড়ে মারলে। তারি এক ঘায়ে তিনজন একসঙ্গে পড়ে গেল। তার পরে শম্ভু লাঠি ঘুরিয়ে যেই ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি দুজনে দিল দৌড়।

তখন ডাক্তারবাবু ডাকলেন, "শম্ভু।"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "এইবার বাক্সটা বের করো।"

শম্ভু বললে, "কেন, বাক্স নিয়ে কী হবে?"

ডাক্তার বললেন, "ঐ তিনটে লোকের ডাক্তারি করা চাই। ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।"

রাত্রি তখন অল্পই বাকি। বিশ্বম্ভরবাবু আর শম্ভু দুজনে মিলে তিনজনের শুশ্রূষা করলেন।

সকাল হয়েছে। ছিন্ন মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যের রশ্মি ফেটে পড়ছে। একে একে সব বেহারা ফিরে আসে। বঙ্কু এল, পল্লু এল, বক্সির হাত ধরে এল বিষ্ণু, তখনো তার হৃৎপিণ্ড কম্পমান।

আঙ্গুল-কাটা মহাবীর

দীনেন্দ্রকুমার রায়

যুক্তপ্রদেশের দেরাদুন জেলায় একটি দস্যুর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। এই দস্যুর নাম মহাবীর চৌবে। এই দুর্দান্ত দস্যু দেরাদুন জেলার বহু স্থানের অধিবাসিগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহার ভয়ে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণকে দিবারাত্রি সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। মহাবীর ও তাহার অনুচরগণ কত নরহত্যা করিয়াছিল, কোনদিন তাহার সংখ্যা জানিতে পারা যায় নাই। যুক্তপ্রদেশের সরকার জীবিত বা মৃত অবস্থায় মহাবীরের গ্রেপ্তারের জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেন।

মহাবীর প্রথম যৌবনে সরকারের বনবিভাগে কুলিগিরি কাজে লিপ্ত ছিল। একবার দেরাদুনের অরণ্যে একটা বড় গাছ কাটা হইতেছিল; সেই গাছের গুঁড়ি পড়িয়া মহাবীরের দক্ষিণ হস্তের বুড়ো আঙ্গুলটা ছেঁচিয়া গিয়াছিল। আঙ্গুলটি পচিবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাকে তাহা কাটাইতে হইয়াছিল, হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া সে কুলির পেশা ত্যাগ করে।

সেই সময় একদল দস্যুর সহিত তাহার পরিচয় হয়, সেই দস্যুদলের সর্দার বলিয়াছিল, 'চৌবেজী, তোমার দেহ ত মহাবীরের দেহের মত বলবান; এমন শরীর লইয়া তুমি এক মুঠা দানার জন্য কুলিগিরি করিতেছিলে। আমার দলে ভিড়িয়া যাও। আমি বুড়া হইয়াছি—কবে মরিয়া যাইব। তুমিই একদিন এই দলের সর্দার হইয়া এ অঞ্চলে রাজত্ব করিবে।'

মহাবীর চৌবে দস্যুদলে যোগদান করিয়া অল্পদিনেই সর্দারের প্রিয়পাত্র হইল এবং ছয়মাস পরে বৃদ্ধ সর্দারের মৃত্যু হইলে দলের সকল দস্যু মহাবীরকেই তাহাদের দলপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। মহাবীর দস্যুদলের সর্দারি গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—'সে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দস্যুবৃত্তিতে রত থাকিবে', এই উক্তি সে কার্যে পরিণত করিয়াছিল।

সেই সময়ে দেরাদুনের বনবিভাগের ফরেস্ট রেঞ্জার ছিলেন রামাবতার সুকুল।

রামাবতারবাবু রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। দ্বারকায় গমনের পূর্বে কয়েকদিন গুজরাটের সিধপুরে বাস করেন। সিধপুর পশ্চিমভারতে 'পিতৃগয়া' নামে খ্যাত। রামাবতারবাবু সিধপুরে গমন করিলে সেখানে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, তিনি তখন প্রায় ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ।

একদিন তিনি আমার নিকট দস্যুসর্দার মহাবীরের কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন। তাঁহার বর্ণিত কাহিনী অতীব কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়াই মনে হইতেছিল।

সুকুল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "মহাবীর দস্যুদলের নেতৃত্ব গ্রহণের পর চতুর্দিকে লুঠতরাজ এবং অত্যাচার উৎপীড়ন বর্ধিত হইল। কর্তৃপক্ষকে মহাবীরের দমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইল। পুলিস কর্মচারী সহদেব মিশ্রের অধীনে তিন শত পুলিশ উক্ত অঞ্চলে প্রেরিত হইল।

কিন্তু দস্যুগণের গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা পুলিশের পক্ষে দুরূহ হইল। কারণ, এই সকল দস্যু অরণ্যানীর প্রান্তভাগে অবস্থিত পল্লীসমূহেই সাধারণত লুটপাট করিত এবং পলায়ন করিয়া দুর্গম অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। সেই আশ্রয় হইতে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা পুলিশের অসাধ্য হইল।

মহাবীরের দলে তখন প্রায় ৬০ জন দস্যু ছিল, তাহারা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ডাকাতি করিতে যাইত। তাহারা কোন স্থানে ডাকাতি করিতেছে এই সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশ তাড়াতাড়ি সেই স্থানে উপস্থিত হইত, কিন্তু সেই স্থানে গমন করিয়া তাহারা শুনিতে পাইত—সেই রাত্রিতেই দশ ক্রোশ দূরবর্তী অন্য এক গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে। পুলিশ সেই গ্রামে গমন করিয়া শুনিতে পাইত—দস্যুদল পলায়ন করিয়াছে।"

সুকুল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "একদিন অপরাহ্নে আমি আমার তাঁবুতে বসিয়া পূর্বদিনের চিঠিপত্রগুলির ব্যবস্থা করিতেছিলাম, সেই সময় আমার একটি 'ডাক-বাহক' দ্রুতবেগে তাঁবুতে প্রবেশ করিল। তাহাকে আতঙ্কাভিভূত দেখিলাম।

'ডাক-বাহক' বলিল, সে একদল ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিল, তাহারা তাহার সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিল এবং হাফপ্যান্ট ভিন্ন অন্যান্য পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়াছিল। চিঠির ব্যাগে টাকা পয়সা না পাইয়া, তাহা তাহাকে ফেরত দিয়া বলে, 'তুমি জঙ্গলওয়ালা সুকুল সাহেবের কারপরদাজ, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। সুকুল সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই।'

সহদেবের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল, তিনি দস্যুদলের গ্রেপ্তারের ভার পাইয়াছিলেন, এজন্য আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, তাঁহাকে সদলে আমার তাঁবুতে আসিতে অনুরোধ করিলাম।

আমার তাঁবুর বার মাইল দূরে একটি রেল-স্টেশনের হাতার নিকট পরদিন রামনবমীর মেলা বসিবার কথা ছিল। এই শ্রেণীর মেলাগুলিতে নানা স্থান হইতে অশ্ব, গবাদি পশু বিক্রয়ের জন্য আমদানি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মেলা পার্বণাদি উপলক্ষে প্রায়ই জমিয়া উঠে।

কোন বন্ধুর একটি আত্মীয় যুবককে কেরানির পদে নিযুক্ত করি। ছেলেটির নাম লছমন প্রসাদ। অফিসের কাজে তাহাকে মধ্যে মধ্যে মফস্বলে ঘুরিতে হইত। সে বলিল, ছুটি পাইলে সে মেলায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়া-শুনিয়া তাহার পছন্দমত ঘোড়া একটু সুলভে সংগ্রহ করিতে পারিবে। আমি এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম, লছমন মহা উৎসাহে ঘোড়া কিনিতে চলিল।

হাতের কাজ শেষ করিয়া আমি আমার পুলিশ বন্ধু সহদেবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই সময় লছমন মেলা হইতে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার পছন্দমত ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছ? কী রকম ঘোড়া আনিলে—দেখি।"

লছমন বলিল, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, স্যার! ঘোড়া পাই নাই।"

সে বলিল, মেলায় কোন অশ্ববিক্রেতার নিকট একটি ভাল ঘোড়া দেখিয়া তাহা তাহার পছন্দ হয়। ঘোড়াটির দোষগুণ পরীক্ষা করিতেছিল, সেই সময় একটি লোক জমকালো পোশাক পরিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, উপর-পড়া হইয়া, তাহারই দাম জিজ্ঞাসা করিল। অশ্ববিক্রেতা দাঁও মারিবার আশায় লছমনকে উপেক্ষা করিয়া সেই নূতন খদ্দেরটির সঙ্গে দরদস্তুর করিতে লাগিল। অশ্ববিক্রেতা মূল্য অনেক অধিক হাঁকিলেও লোকটা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ঘোড়াটি পরীক্ষা করিতে চাহিল, ঘোড়ার মুখে কাপড়ের একটা উঠবন্দী লাগাম আঁটিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়াটাকে কদমে চালাইয়া, দুই এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, 'খাসা ঘোড়া, এ ঘোড়া তাহার পছন্দ হইয়াছে।' সে অশ্ববিক্রেতার সম্মুখে হাত তুলিলে দেখা গেল, তাহার হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা নাই। সে হাত নাড়িয়া বলিল, 'শোন দোস্ত, মহাবীর চৌবে এ ঘোড়া তোমার নিকট নজরানা লইলেন। তোমার বরাত ভাল।'

লোকটা ঘোড়ার পাঁজরে পায়ের গোড়ালির গুঁতা দিয়া, ঘোড়াটাকে লইয়া বায়ুবেগে রেলের লাইন পার হইয়া অরণ্যের দিকে ছুটিল, ঘোড়ার হতভাগ্য মালিক হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

'ডাকু ডাকু' শব্দে চারিদিকে সোরগোল আরম্ভ হইল। কয়েকজন পুলিশ মেলায় পাহারায় ছিল। মহাবীরের নাম শুনিয়া তাহারা তাহার অনুসরণ করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর লছমন তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল।

একখানি পত্র লিখিয়া এই সকল বিবরণ সহদেবের গোচর করিলাম। অবিলম্বে আমার সহিত যোগদানের জন্য পুনর্বার তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

দুইদিন পরে সহদেব ৮০ জন সিপাহিসহ উপস্থিত হইলেন। সহদেব বলিলেন, মহাবীরের হাতে বিস্তর গুপ্তচর আছে, মহাবীর তাহাদের নিকট পুলিশের গতিবিধির সংবাদ জানিতে পারে। অতঃপর সহদেব কতকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন।

আমার সহিত পরামর্শ শেষ করিয়া সহদেব কুড়ি মাইল দূরবর্তী কোন রেল-স্টেশন যাত্রা করিলেন। স্থির হইল, তিনি সংবাদ পাঠাইলে আমি সেইস্থানে তাঁহার সহিত যোগদান করিব।

পাঁচদিন পরে একজন দোকানদারের নিকট মহাবীরের আড্ডার সন্ধান পাইলাম। এই দোকানদার দস্যুগণকে তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়াছিল। সে চৈত্রমাসের কথা, হোলির অর্থাৎ দোল পূর্ণিমার আর দুইদিন মাত্র বাকি ছিল। এই উৎসব উপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেশোয়ালিরা দলে দলে এক এক স্থানে সমবেত হইয়া পেট ভরিয়া মদ্যপান করে এবং দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে মাদল বাজাইয়া সমস্বরে গান করে।

আমি দোকানদার গণেশরামকে ডাকিয়া বলিলাম, 'হোলির সময় উহারা স্ফূর্তি করিয়া মদ গিলিবে। অত্যন্ত উগ্র মদ যত পার উহাদিগকে গছাইয়া দিবে।' সেইদিনই সহদেবকে এক পত্র লিখিয়া হোলির রাত্রে আমার তাঁবুতে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তাঁহাকে ইহাও জানাইলাম যে, হোলির রাত্রে মহাবীরের আড্ডার চারি মাইল দূরে আমার তাঁবু পড়িবে। সেই রাত্রে মহাবীর কোন্ স্থানে আড্ডা করিয়া হোলির আমোদে মত্ত হইবে, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। স্থির হইল, গণেশরাম সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় আমার তাঁবুতে আসিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া মহাবীরের আড্ডায় লইয়া যাইবে।

সেইদিন ৩০শে মার্চ, হোলির উৎসব। সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় গণেশরাম আমার তাঁবুতে আসিয়া আমাকে জানাইল, সে দুইদিন হইতে মহাবীরের দলকে প্রচুর উগ্র শরাব যোগাইয়াছিল। সেই রাত্রিতে তাহাদের দলে পুরোদমে পানোৎসবে চলিবে।

রাত্রি বারটা বাজিল, সহদেব অনুচরবর্গ আমার তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর আমরা দস্যুদলের আড্ডা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গভীর অরণ্যের ভিতর দুর্গম পথ, রাত্রি নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, দুইটি মাত্র বিজলি-বাতি আমাদের সম্বল। আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিলাম। গণেশরাম আমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিবার জন্য আমাদের পুরোভাগে চলিল। আমাদিগকে অনেকগুলি শুষ্ক পয়োনালা পার হইয়া চলিতে হইল। যে বেতবনের ভিতর দিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম, তাহা এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখাগুলি পথের উপর এভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল যে, আমাদের মস্তক জানু পর্যন্ত অবনত করিয়া অতি কষ্টে সেই পথে চলিতে হইল। ক্রমাগত দুই ঘণ্টা চলিয়া আমরা গলদঘর্ম হইলাম। টস টস করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সেই দুর্গম অরণ্য শ্মশানভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ, কোনদিকে কোন আরণ্যও জন্তুরও সাড়া-শব্দ পাইলাম না।

অবশেষে গণেশরাম হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল, আমরা সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিরাশির ক্ষীণপ্রভা দেখিতে পাইলাম।

অতঃপর তাড়াতাড়ি সকল ব্যবস্থা শেষ করা হইল। আমাদের অনুচরবর্গকে চারিটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া খোদ কর্তা এক দলের ও আমি এক দলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলাম। দুইজন দেশীয় জমাদারকে অন্য দুই দলের নেতৃত্ব ভার প্রদান করা হইল।

অতঃপর আদেশ প্রচার করা হইল—দস্যুদলের আড্ডার একশত গজ দূরে সকলেই থাকিবে, তাহার পর সহদেব দস্যুগণকে আক্রমণের আদেশমূলক হুইশ্লধ্বনি করিলে দস্যুদলের উপর গুলিবর্ষণ করিতে হইবে। হুইশ্লধ্বনির পূর্বে কেহ উহাদিগকে